কচু

বাংলাদেশে কচু একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সবজি। এ দেশে কচু জাতীয় সবজির মধ্যে পানিকচু, মুখীকচু, ওলকচু ও মানকচু ইত্যাদির চাষ হয়ে থাকে। কচুতে ভিটামিন 'এ' এবং লৌহ প্রচুর পরিমাণে থাকে। বাংলাদেশের মাটি ও জলবায়ু কচু চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী।

পানি কচু

যে সমস্ত কচু স্বল্প পানিতে চাষ করা যায় তাকে পানি কচু বলে। আমাদের দেশে পানি কচু একটি সুস্বাদু সবজি হিসেবে পরিচিত। পানি কচু দুই প্রকার, যথা- লতি ও কাণ্ড বা রাইজোম উৎপাদী। বাংলাদেশে পানি কচুর বিভিন্ন নাম রয়েছে যেমন নারিকেল কচু, জাত কচু, বাঁশ কচু ইত্যাদি। বাংলাদেশে প্রায় ২৩ হাজার হেক্টর জমিতে কচুর চাষ করে প্রায় ২ লক্ষাধিক টন ফলন পাওয়া যায়। পানি কচু ও মুখী কচু এর মধ্যে প্রায় ৮৫% জায়গা দখল করে আছে।

পানি কচুর জাত

লতিরাজ (বারি পানি কচু-১)

সারাদেশ থেকে সংগৃহীত ১০০টি পানি কচুর জার্মপ্লাজম থেকে উপযোগিতা যাচাইয়ের মাধ্যমে লতিরাজ জাতটি ১৯৮৮ সালে অনুমোদন করা হয়। লতিরাজ জাতের কাণ্ড অপেক্ষা লতির প্রাধান্য বেশি। এর গাছ মাঝারী, পাতা সবুজ, পাতা ও বোঁটার সংযোগস্থলের উপরিভাগ লাল রং বিশিষ্ট যা জাতটির সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য। জীবনকাল ১৮০-২৭০ দিন। লাগানোর ২ মাস পর থেকে ৭ মাস পর্যন্ত লতি হয়ে থাকে। সাধারণ অবস্থায় হেক্টরপ্রতি ২৫- ৩০ টন লতি এবং প্রায় ১৫- ২০ টন কাণ্ড উৎপন্ন হয়।

বারি পানি কচু-১

লতি লম্বায় ৯০-১০০ সেমি, সামান্য চেপ্টা, হাল্কা পিংক রং বিশিষ্ট। লতি সিদ্ধ করলে সমানভাবে সিদ্ধ হয় এবং গলা চুলকানিমুক্ত অর্থাৎ এ কচুতে ক্যালসিয়াম অক্সালেট এর পরিমাণ কম থাকায় গলা চুলকায় না। বাংলাদেশের সব অঞ্চলেই চাষ করা যায়।

বারি পানি কুচু-২

বারি পানি কচু-২

দেশিয় জার্মপ্লাজম থেকে উপযোগিতা যাচাইয়ের মাধ্যমে ২০০৮ সালে এ জাতটি অবমুক্ত করা হয়। এ জাতের সব অঙ্গই সবজি হিসেবে খাওয়া যায়। যদিও লতিই হলো এ জাতের প্রধান ভক্ষণযোগ্য অংশ। এ জাতটি প্রচুর উৎকৃষ্ট মানের লতি উৎপাদন করে যার প্রতিটি লতি দৈর্ঘ্যে প্রায় ১ মিটার লম্বা হয়।

লতি গোলাকার, অপেক্ষাকৃত মোটা ও গাঢ় সবুজ বর্ণের হয় এবং গলা চুলকানীমুক্ত অর্থাৎ এ কচুতে ক্যালসিয়াম অক্সালেট এর পরিমাণ কম থাকায় গলা চুলকায় না। সিদ্ধ করলে সমানভাবে সিদ্ধ হয়। হেক্টরপ্রতি ফলন ২৫-৩০ টন লতি এবং প্রায় ১৮-২২ টন কাণ্ড উৎপন্ন হয়।

চিচিঙ্গা

চিচিঙ্গার জাত

বারি চিচিঙ্গা-১

বারি চিচিঙ্গা-১

'বারি চিচিঙ্গা-১' একটি উচ্চ ফলনশীল জাত এবং সারা দেশে চাষ উপযোগী। প্রতি গাছে ৬৫-৭০টি চিচিঙ্গা পাওয়া যায় এবং প্রতি চিচিঙ্গার গড় ওজন ১৩০-১৪০ গ্রাম হয়ে থাকে। ফল সাধারণত ১৬০-১৭০ দিন পর্যন্ত সংগ্রহ করা যায়। ফলন ২৫-৩০ টন/হেক্টর।

উৎপাদন প্রযুক্তি

উৎপাদন মৌসুম: এদেশে চিচিঙ্গা প্রধানত খরিফ মৌসুমেই চাষ হয়ে থাকে। ফেব্রুয়ারি থেকে জুন মাসের মধ্যে যে কোন সময় চিচিঙ্গার বীজ বোনা যেতে পারে।

বীজের হার: চিচিঙ্গার জন্য হেক্টরপ্রতি ৪-৫ কেজি (১৬-২০ গ্রাম/শতাংশ) বীজের প্রয়োজন হয়।

জমি তৈরি ও বপন পদ্ধতি:

- খরিফ মৌসুমে চাষ হয় বলে চিচিঙ্গার জন্য এমন স্থান নির্বাচন করতে হবে যেখানে পানি জমার সম্ভাবনা নেই।
- বসতবাড়িতে চাষ করতে হলে দু-চারটি মাদায় বীজ বুনে গাছ বেয়ে উঠতে পারে এমন ব্যবস্থা করলেই হয়।
- বাণিজ্যিকভাবে চাষের জন্য প্রথমে সম্পূর্ণ জমি ৪-৫ বার চাষ ও মই দিয়ে প্রস্তুত করে নিতে হয় যাতে শিকড় সহজেই ছড়াতে পারে। জমি বড় হলে নির্দিষ্ট দূরত্বে নালা কেটে লম্বায় কয়েক ভাগে ভাগ কর নিতে হয়।
- বেডের প্রস্থ হবে ১.০ মিটার এবং দু-বেডের মাঝে ৩০ সেমি নালা থাকবে।
- চিচিঙ্গার বীজ সরাসরি মাদায় বোনা যেতে পারে। এক্ষেত্রে প্রতি মাদায় কমপক্ষে ২টি বীজ বপন করতে হবে।
- তাছাড়া পলিব্যাগে (১০×১২ সেমি) ১৫-২০ দিন বয়সের চারা উৎপাদন করে নেওয়া যেতে পারে।
- চিচিঙ্গার জন্য ১.৫ মিটার দূরত্বে মাদা তৈরি করতে হবে।
- চারা গজানোর পর একের অধিক গাছ তুলে ফেলে দিতে হবে।
- বীজের ত্বক শক্ত ও পুরু বিধায় বোনার পূর্বে বীজ ২৪ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে নিলে বীজ তাড়াতাড়ি অঙ্কুরিত হয়।
- মাদায় বীজ বুনতে বা চারা রোপণ করতে হলে অন্তত ১০ দিন আগে মাদায় নির্ধারিত সার প্রয়োগ করে তৈরি করে নিতে হবে। মাদার আয়তন হবে ৪০×৪০×৪০ সেমি।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি:

চিচিঙ্গার জমিতে নিম্ন বর্ণিত হারে সার প্রয়োগ করতে হবে।

(প্রতি শতকে ২০টি মাদা হিসেবে)

সারের নাম	মোট পরিমাণ (হেক্টরপ্রতি)	মোট পরিমাণ (শাতংশ প্রতি)	জমি তৈরির সময় (শাতংশ প্রতি)	মাদাপ্রতি				
				চারা রোপণের ৭-১০ দিন পূর্বে	চারা রোপণের ১০-১৫ দিন পর	চারা রোপণের ৩০-৩৫ দিন পর	চারা রোপণের ৫০-৫৫ দিন পর	চারা রোপণের ৭০-৭৫ দিন পর
পচা গোবর	২০ টন	৮০ কেজি	৪০ কেজি	২ কেজি	-	-	-	-
টিএসপি	১৭৫ কেজি	৭০০ গ্রাম	৩৫০ গ্রাম	১৮ গ্রাম	-	-	-	-
ইউরিয়া	১৭৫ কেজি	৭০০ গ্রাম	-	-	১০ গ্রাম	১০ গ্রাম	১০ গ্রাম	৫ গ্রাম
এমপি	১৫০ কেজি	৬০০ গ্রাম	২০০ গ্রাম	১০ গ্রাম	১০ গ্রাম	-	-	-
জিপসাম	১০০ কেজি	৪০০ গ্রাম	৪০০ গ্রাম	-	-	-	-	-
দস্তা সার	১২.৫ কেজি	৫০ গ্রাম	৫০ গ্রাম	-	-	-	-	-
বোরাক্স	১০ কেজি	৪০ গ্রাম	৪০ গ্রাম	-	-	-	-	-
ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড	১২.৫ কেজি	৫০ গ্রাম	-	২.৫ গ্রাম	-	-	-	-

মাদায় চারা রোপণের পূর্বে সার দেয়ার পর পানি দিয়ে মাদার মাটি ভালভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে। অতঃপর মাটিতে 'জো' এলে ৭-১০ দিন পর চারা রোপণ করতে হবে।